দৈনিক নয়া দিগন্ত

চাপ ও অস্থিরতায় জোট-মহাজোট   প্রধানমন্ত্রীর স্বামী বিজ্ঞানী ড. ওয়াজেদের ইে

ঢাকা, রোববার, ১০ মে ২০০৯, ২৭ বৈশাখ ১৪১৬, ১৪ জমাদিউল আউয়াল ১৪৩০

- প্রথম পাতা
- শেষের পাতা
- দ্বিতীয় পাতা
- পনের পাতা
- সম্পাদকীয়
- উপ-সম্পাদকীয়
- নগর-মহানগর
- বাংলার দিগন্ত
- ক্রীড়া দিগন্ত
- অর্থ শিল্প-বাণিজ্য
- অন্য দিগন্ত
- আজকের কম্পিউটার
- নিত্যদিন
- বিনোদন সারাদিন
- সিলেবাস
- নিরাময়
- বিজ্ঞান তথ্যপ্রযুক্তি
- বিভাগ পরিক্রমা

পুরনো পত্রিকা

উপসম্পাদকীয়

- চ্যালেঞ্জের মুখে জেনারেল মইন

চ্যালেঞ্জের মুখে জেনারেল মইন

ডা. ও য়া জে দ এ খা ন

বাংলাদেশের প্রথম চার তারকাখচিত সেনাপ্রধান জেনারেল মইন ইউ আহমেদেকে চ্যালেঞ্জের মুখে ঠেলে দিয়েছে মহাজোট সরকার। পল্টন ময়দানে মে দিবসের সমাবেশে প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনা বিদ্যুৎ খাতে ২০ হাজার কোটি টাকা লুটপাটের জন্য অভিযুক্ত করেন চারদলীয় জোট সরকারকে। পরদিন একই স্থানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বিদ্যুৎ খাতে দুর্নীতি ও লুটপাটের অভিযোগ খণ্ডন করে বিরোধীদলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেন, তার সরকারের পাঁচ বছরের শাসনামলে বিদ্যুৎ খাতে মোট বাজেটই ছিল সাড়ে ১৩ হাজার কোটি টাকা। তন্মধ্যে ৯ হাজার কোটি টাকা শুধু কর্মচারীদের বেতন দেয়া হয়েছে। বাকি টাকা ব্যয় হয়েছে উৎপাদন, বণ্টন ও সঞ্চালন খাতে। তিনি প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত তথ্যকে মিথ্যা বলে অভিহিত করে তার প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন সত্যতা প্রমাণ করার জন্য। বিরোধীদলীয় নেত্রীর চ্যালেঞ্জের প্রতিক্রিয়ায় স্থানীয় সরকার মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম বলেন, এ লুটপাটের কথা তারা বলেননি। সেনাপ্রধান এ কথা বলেছেন এবং তার বইতেও উল্লেখ করেছেন। এ জন্য সৈয়দ আশরাফ প্রধানমন্ত্রীকে দোষারোপ না করে সেনাপ্রধানকে চ্যালেঞ্জ করার আহ্বান জানান বিরোধীদলীয় নেত্রীর প্রতি।

এক-এগারোর পটপরিবর্তনের পর হঠাৎ করেই সর্বত্র আলোচনায় আসে সেনাপ্রধান জেনারেল মইনের নাম। জরুরি অবস্থায় সেনাপ্রধান যতটা সরব হয়ে ওঠেন, পিলখানার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর ততটাই হয়ে পড়েন নীরব। এমনিতেই সম্প্রতি দুর্নীতির অভিযোগে দুদক কর্তৃক অভিযুক্ত ও দণ্ডপ্রাপ্ত কথিত দানবীরের সাথে সেনানিবাসের গলফ ক্লাবে একটি অনুষ্ঠানে তার অন্তরঙ্গ ছবি মিডিয়ায় প্রকাশিত হওয়ার পর বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে যান তিনি। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর পরও এ ব্যাপারে নীতি-নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে জনমনে। আর এসবের রেশ কাটতে না কাটতেই তাকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করাতে চাচ্ছে সরকার। জেনারেল মইন অত্যন্ত ভাগ্যবান।'

চারদলীয় জোট সরকারের শাসনামলে ২০০৫ সালের ১৫ জুন কয়েকজনকে ডিঙিয়ে 'আস্থাভাজন' হিসেবে সেনাপ্রধান করা হয় তাকে। কিন্তু ২০০৭ সালের ২২ জানুয়ারির নির্বাচনকে সামনে রেখে ঘুরে

দাঁড়ান তিনি। সে সময় সৃষ্ট রাজনৈতিক নৈরাজ্যকে কৌশলে কাজে লাগিয়ে ‘এক-এগারো’র পটপরিবর্তনের নায়ক হিসেবে আবির্ভূত হন জেনারেল মইন। জরুরি অবস্থা জারির আগে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ রাজনৈতিক সহিংসতা সামাল দিতে সেনাবাহিনী তলব করার পরও মাঠ পর্যায়ে সেনাবাহিনী নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে কার্যত এক-এগারোর প্রেক্ষাপট তৈরির সুযোগ করে দেয়। প্রকাশ্যে স্বীকার না করলেও ড. ফখরুদ্দীনের সরকারকে সামনে রেখে পর্দার অন্তরালে থেকে জেনারেল মইনই নিয়ন্ত্রণ করেছেন সব কিছু, জনমনে এমন একটি বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে। জাতিসঙ্ঘ শান্তি মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার অজুহাত তুলে ২০০৭ সালের ২৪ মে লে. জেনারেল থেকে নিজের পদমর্যাদা চার তারকা জেনারেলে উন্নীত করেন। পরবর্তীকালে চাকরির মেয়াদ এক বছরের জন্য বাড়িয়ে নেন ২০০৮ সালের ১৫ জুন। আবার বর্ধিত করা না হলে আগামী ১৫ জুন হবে তার চাকরির শেষ দিন।

সেনাপ্রধানের রাজনৈতিক বক্তব্য

এক-এগারোর প্রায় এক মাস পর ২০০৭ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি সেনাপ্রধান জেনারেল মইন ইউ আহমেদ পার্বত্য জেলা বান্দরবানে এক অনুষ্ঠানে জনসমক্ষে প্রথম মুখ খোলেন। তিনি বলেন, সেনাবাহিনী জরুরি অবস্থায় সরকারকে সহায়তা দিয়ে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য পালন করছে মাত্র। দেশ বা সরকার পরিচালনায় সেনাবাহিনী জড়িত নয় বলে তিনি সবাইকে আশ্বস্ত করলেও তুলোধুনো করেন রাজনীতিবিদদের। বিগত ৩৬ বছরে রাজনীতিবিদরা দেশকে ধ্বংসের চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। তারা নিজেদের স্বার্থ ছাড়া অন্য কিছু বোঝেন না, এমন সব মন্তব্য করে ‘রাজনীতির ট্রেনকে লাইনচ্যুত করা’র দায় রাজনীতিকদের ওপর চাপিয়ে দেন। অর্থবিত্তের জন্য লালায়িত নন, এমন ব্যক্তিদের জরুরি অবস্থার সুযোগ নেয়ার আহ্বান জানান তিনি। মূলত বান্দরবান থেকেই সেনাপ্রধান রাজনৈতিক বক্তব্য শুরু করেছিলেন। এরপর তিনি রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সামরিক-বেসামরিক সভা, সেমিনার ও সংবাদ সম্মেলনে রাজনৈতিক বক্তব্য ছাড়াও সরকার পরিচালনা এবং রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণী বিষয় নিয়ে মন্তব্য করেন। চারদলীয় জোট সরকারের আমলে শুধু বিদ্যুৎ খাত থেকেই ২০ হাজার কোটি টাকা লুটপাট করে বিদেশে পাচার করা হয়েছে, এ তথ্য দেন তিনি ২০০৭ সালের ২৭ মার্চ জাতীয় প্যারেড গ্রাউন্ডে সেনাসদরের উদ্যোগে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মেলনে আয়োজিত চা চক্রে বক্তৃতাকালে। এই অনুষ্ঠানে ৩৬ বছরেও জাতির জনকের স্বীকৃতি দিতে না পারায় আক্ষেপ করেন তিনি। যুদ্ধাপরাধীর বিচার ও বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচারসহ অত্যন্ত স্পর্শকাতর জাতীয় বিতর্কিত ইস্যু নিয়ে কথা বলেন। রাজনীতিক ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে উদ্ধার করা বিলাসবহুল গাড়ি বিক্রি করে দুঃস্থদের জন্য হাসপাতাল নির্মাণের ঘোষণাও দেন সেনাপ্রধান। এর প্রায় এক সপ্তাহ পর ২ এপ্রিল ঢাকার একটি অভিজাত হোটেলে বাংলাদেশ পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত ‘রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের পুনর্মূল্যায়ন ঃ নিরাপত্তা ও গণতন্ত্র’ শীর্ষক সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে পরিবারতন্ত্রের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করা হয়েছে বলে দাবি করেন এবং কোনো ব্যক্তি, দল, পরিবার বা বংশানুক্রমিক শাসকদের পকেট ভারী করার জন্য গণতন্ত্র নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্য আনার প্রস্তাবসহ সেমিনারে প্রদত্ত তার পুরো বক্তব্যটিই ছিল রাজনৈতিক। এ ছাড়া তিনি নির্বাচনী রোডম্যাপ এবং গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ রূপরেখা নিয়ে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেন। পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের সেমিনারে সেনাপ্রধানের বক্তব্য বিভিন্ন মহলে সমালোচিত হয়। প্রশ্ন ওঠে চাকরিরত অবস্থায় একজন সেনাপ্রধান প্রকাশ্যে কিভাবে রাজনীতি করে বেড়ান, তা নিয়ে। বিদেশে সফরে গিয়েও সেনাপ্রধান রাজনৈতিক বক্তৃতা-বিবৃতি দেন কোনো ধরনের রাখঢাক না করেই। এ প্রসঙ্গে এক-এগারো’র পর জেনারেল মইনের যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত সফর সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা প্রয়োজন বলে মনে করছি।

যুক্তরাষ্ট্র সফর

সেনাপ্রধান জেনারেল মইন ২০০৭ সালের ১৭ থেকে ২৩ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে নিউইয়র্ক, ফ্লোরিডা ও বোস্টনে বক্তব্য রাখেন প্রবাসী বাংলাদেশীদের কয়েকটি সমাবেশে। নিউইয়র্কের অনুষ্ঠানটির আয়োজক ছিল ওয়াশিংটনের বাংলাদেশ দূতাবাস। ফ্লোরিডার অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন তার ছোট ভাই। বোস্টনের উপকণ্ঠে হলব্রুকে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতার আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের রাজনীতি ছাড়াও জেনারেল মইন রূপকথার গল্প শোনান। তার গল্পটি ছিল এমন 'এক দেশে ছিল এক রাজা। দেশের বোদ্ধা লোকজনকে ধরে এনে হত্যা করাই ছিল তার কাজ। এমন এক বোদ্ধাকে হত্যার আগে রাজার সম্মুখীন করা হলে সে রাজার কাছে আর্জি করে বলল তাকে এক বছর সময় দেয়া হলে সে রাজার ঘোড়াটিকে উড়তে শেখাবে। অদ্ভুত প্রস্তাবকারী লোকটিকে রাজা এক বছর সময় দিলো। প্রাসাদ থেকে লোকটি মুক্তাঙ্গনে ফিরলে সবাই তার কাছে জানতে চায় রাজাকে সে এমন অদ্ভুত কথা কেন বলল। উত্তরে বিচক্ষণ লোকটি বলল এক বছর দীর্ঘ সময়, এর মধ্যে আমি নিজে মরতে পারি। রাজাও মরতে পারে। এমনকি ঘোড়াটির মৃত্যু ঘটতে পারে।' সেনাপ্রধানের রহস্যঘেরা এ গল্পের সাথে বাস্তবের কতটা মিল রয়েছে তা নির্ধারণের ভার পাঠকদের হাতে ছেড়ে দিলাম। সেনাপ্রধানের যুক্তরাষ্ট্র সফরের উদ্দেশ্য নিয়ে সে সময় প্রশ্ন দেখা দেয় দেশ-বিদেশে। বোস্টনের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জন এফ কেনেডি স্কুল অব গভর্নমেন্টের অ্যাশ ইনস্টিটিউট অব ডেমোক্র্যাটিক গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ইনভেনশনে 'ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট অব ডেমোক্র্যাসি' শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য প্রদানের জন্যই জেনারেল মইন যুক্তরাষ্ট্র সফরে যান বলে দেশ ও প্রবাসের সংবাদমাধ্যমে খবর প্রচারিত হয়। নিউইয়র্কে প্রবাসীদের পূর্বায়োজন না থাকায় কেনেডি স্কুলে পাবলিক পলিসি শিক্ষক ড. ডেভিড কিংয়ের ক্লাসে অনির্ধারিত আলোচক হিসেবে অংশ নেন সেনাপ্রধান। এতে শেখ হাসিনা তনয় সজীব ওয়াজেদ জয় এবং কয়েকজন বাংলাদেশী উপস্থিত ছিলেন। জয় জেনারেল মইনকে তিনটি প্রশ্নও করেন সেখানে। এমন ঘটনায় বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন ওঠে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে সেমিনার ও সেনাপ্রধানের আমন্ত্রণের সত্যতা নিয়ে। সেনাপ্রধানের পক্ষ থেকে কর্মসূচিটি বাতিলের কথা জানানো হয় মিডিয়াকে। আসলেই সেমিনার নিয়ে কী ঘটেছিল তা জানতে নিউইয়র্কের বাংলাদেশী মিডিয়াগুলো প্রতিষ্ঠানটির প্রেসিডেন্ট গিলিপ ড্রু ফস্টের কাছে সেনাপ্রধানের আমন্ত্রণ ও সেমিনার সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি এ ব্যাপারে নেতিবাচক উত্তর দেন। তিনি বলেন, অতিথি হিসেবে কাউকে আমন্ত্রণ জানানোর পর তা বাতিল করার রেওয়াজ ঐতিহ্যবাহী হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০০ বছরের ইতিহাসে নেই। আসলে ওই সময়ে আদৌ কোনো সেমিনারের কর্মসূচি প্রতিষ্ঠানটিতে ছিল না। বিভিন্ন সূত্র থেকেও এর সত্যতা যাচাই করা হয়। ফ্লোরিডা ও বোস্টনে শেখ হাসিনার পরিবারের সদস্যদের সাথে মিলিত হতেই জেনারেল মইন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন বলে তখন জোর গুঞ্জন ওঠে প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে। কেননা জাতিসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদের প্রেসিডেন্ট স্রেজান করিম ও নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটস অফিসে গিয়ে কংগ্রেসম্যান জোসেফ ক্রাউলির সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করা ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে অন্য কোনো কর্মসূচি তার ছিল না। নিউইয়র্ক সফরকালে বড় ধরনের ধাক্কা আসে সেনাপ্রধানের ওপর। মাশরুক ইন্টারনেট ব্লগে ট্রাস্ট ব্যাংক থেকে সেনাপ্রধানের ৯৯ লাখ টাকা ঋণ গ্রহণ, এক বছরের মাথায় ঋণের অর্থের দুই-তৃতীয়াংশ পরিশোধ এবং ট্রাস্ট ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে তার ভাইয়ের অবৈধ পুনঃনিয়োগের সংবাদটি প্রকাশ করলে এ নিয়ে দেশে-বিদেশে হই চই পড়ে যায়। নিউইয়র্কের একটি সংবাদমাধ্যমে এবং বিবিসিতে প্রদত্ত সাক্ষাৎকারে অবশ্য এসব অভিযোগের সত্যতা অস্বীকার করেন জেনারেল মইন।

ভারত সফর

সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুর্নীতিবিরোধী অভিযান যখন তুঙ্গে, তখন ২০০৮ সালের ২৪

ফেব্রুয়ারি ছয় দিনের সফরে ভারত যান জেনারেল মইন। দিল্লিতে তিনি ভারতীয় সেনাপ্রধান জেনারেল দীপক কাপুর ছাড়াও পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি ও বাণিজ্যমন্ত্রী জয়রাম রমেশসহ ভারত সরকারের নীতিনির্ধারক রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। এর আগে তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে সেনাসমর্থিত সরকার বলে অভিহিত করায় উপদেষ্টা পরিষদের একজন প্রভাবশালী সদস্যের ওপর নাখোশ হন সেনাপ্রধান এবং পরবর্তীকালে উপদেষ্টাকে সরকার থেকে সরে দাঁড়াতে হয়। সেনাবাহিনী সরকারে জড়িত না থাকলে ভারতের মন্ত্রীদের সাথে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য, যোগাযোগ ও প্রতিরক্ষাব্যবস্থাসহ দ্বিপক্ষীয় বিভিন্ন নীতিনির্ধারণী বিষয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে তিনি অংশ নেন কিভাবে? তার ভারত সফর কতটা সফল ছিল জানি না, তবে উপঢৌকন হিসেবে অর্ধডজন ঘোড়া নিয়ে দেশে ফিরে আসেন তিনি। ভারতীয় ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে তিনি ব্যক্তিগত সখ্য গড়ে তোলেন। সর্বশেষ অনির্ধারিত এক সফরে এসে ভারতের পররাষ্ট্র সচিব শিব শংকর জেনারেল মইনের সাথে বৈঠকে মিলিত হলেন।

সেনাপ্রধান ও সেনাবাহিনী

সেনাপ্রধানের দায়িত্বে থেকেই দু'টি বই প্রকাশ করেছেন তিনি। সরকারি সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তারা গল্প-কবিতার বই ছাড়া অবসর গ্রহণের আগে রাজনৈতিক কোনো বই প্রকাশ করতে পারেন, এমনটি আমার জানা নেই। কিন্তু জেনারেল মইন চাকরিতে থেকেই এক-এগারোর পটপরিবর্তনসহ বিভিন্ন স্পর্শকাতর বিষয় তুলে ধরেছেন তার বইয়ে। দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী আমাদের জাতীয় সম্পদ। জাতির প্রতিটি ক্রান্তিলগ্নে সেনাবাহিনী বরাবরই পালন করে এসেছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। সেনাবাহিনীর সদস্যদেরও রাজনীতি করার অধিকার রয়েছে। তবে তা অবসর গ্রহণের পরই। গুটিকয় কর্মকর্তার রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষের দায়ভার গোটা সেনাবাহিনীর ওপর চাপানোর কোনো সুযোগ নেই। এক-এগারোর পর বিভিন্ন সময় সেনাপ্রধান জেনারেল মইন প্রদত্ত রাজনৈতিক বক্তব্য জনমনে নানাবিধ প্রশ্নের উদ্রেক করেছে। জরুরি অবস্থায় তিনি যেসব বক্তৃতা-বিবৃতি দিয়েছেন এবং রাজনীতিকদের নিয়ে যে সব মন্তব্য করেছেন, চাকরিরত অবস্থায় একজন সেনাপ্রধান কোনোভাবেই তা করতে পারেন না। তা ছাড়া যে উদ্দেশ্যে এক-এগারোর পটপরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন সে উদ্দেশ্যই যদি ব্যর্থ হয়ে থাকে, তাহলে তার দায় তিনি এড়াবেন কী করে? রাজনীতির লাইনচ্যুত ট্রেনটি এখন কী অবস্থায় আছে, দুর্নীতি কতটা নির্মূল করা হয়েছে, সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকারই বা কতটুকু পূরণ হয়েছে সেনাপ্রধানের কাছে এমন অসংখ্য প্রশ্ন জনগণের।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফের ভাষ্যানুযায়ী বিদ্যুৎ খাতে ২০ হাজার কোটি টাকা লুটপাটের যে তথ্য সেনাপ্রধান দিয়েছেন তা যদি তারা সত্যি মনে করে থাকেন, তাহলে কি আমরা ধরে নেব বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে দায়ের করা দুর্নীতি ও চাঁদাবাজির ডজনখানেক মামলা ভিত্তিহীন নয়? শুধু তা-ই নয়, সেনাপ্রধান নিয়ন্ত্রিত সরকার শেখ হাসিনাকে এক-এগারো সৃষ্টির জন্য দায়ী করে তাকে রাষ্ট্রের জন্য বিপজ্জনক ব্যক্তি হিসেবে অভিহিত করেছিল। এমনকি শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ঠেকাতে বিশ্বের বিভিন্ন এয়ারলাইন্সকে পত্র মারফত অনুরোধ করেছে কোনো ফ্লাইটে তাকে বহন না করতে। একটি অনির্বাচিত সরকারের নিয়ন্তা, যারা তাকেও রাজনীতি থেকে মাইনাস করার পরিকল্পনা করেছিলেন; তাদের প্রদত্ত ভিত্তিহীন তথ্য-উপাত্ত দিয়ে নির্বাচিত সরকারের একজন প্রধানমন্ত্রী কিভাবে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে চাচ্ছেন, তা আমার বোধগম্য নয়। সেনাপ্রধানের দেয়া ২০ হাজার কোটি টাকার তথ্য যদি সঠিক না হয়ে থাকে, তাহলে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার অভিযোগে বর্তমান সরকারের উচিত হবে তাকে চ্যালেঞ্জ করা।

লেখক ঃ নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পত্রিকার সম্পাদক

weeklybangladesh@mindspring.com

HOME E-MAIL TOP